গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর
ইনোভেশন টিম

২০২০-২০২১ অর্থবছরের উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ সংক্রান্ত ২য় সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	ড. মহঃ শের আলী মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
সভার তারিখ	৪ জানুয়ারি ২০২১
সভার সময়	অপরাহ্ণ ৩.০০ ঘটিকা
স্থান	শহীদ মোকলেসুর রহমান মিলনায়তন
উপস্থিতি	পরিশিষ্ট-ক

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে ইনোভেশন টিমের সদস্য সচিব জনাব রাজিব কুমার সাহা, সহকারী পরিচালক (ভূতত্ত্ব) জিএসবি'র ২০২০-২০২১ অর্থবছরে বাস্তবায়নাধীন উদ্ভাবনী উদ্যোগসমূহের অগ্রগতি উপস্থাপন করার জন্য উদ্ভাবকগণকে আহবান করেন। জনাব নাসিমা বেগম, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) 'বিভিন্ন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে জিএসবি'র লাইব্রেরির প্রকাশিত তথ্য প্রদান সেবা সহজিকরণ' শীর্ষক উদ্ভাবনী উদ্যোগের বাস্তবায়ন অগ্রগতি উপস্থাপন করেন। সভায় মহাপরিচালক প্রস্তাবিত অনলাইন ফরমটিতে তাৎক্ষণিকভাবে তথ্য পূরণ করে সাবমিট করার বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করেন। পরীক্ষামূলক তথ্য প্রদান করে অনলাইন ফরমটি সাবমিট করা সম্ভব না হওয়ায় ফরমটির কারিগরী বিষয় পুনঃমূল্যায়নের জন্য আহবান জানানো হয়। ফরমে তথ্যপূরণ করে সাবমিট করলে সেবা গ্রহীতা যাতে ফিডব্যাক পান সে বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করেন। মহাপরিচালক সেবাটি প্রকাশিত প্রতিবেদনের সফট কপিসহ সেবাগ্রহীতা পর্যায়ে প্রদানের জন্য বিপননের বিষয়ে আলোকপাত করেন। প্রতিবেদনের প্রতি পৃষ্ঠার জন্য একক মূল্য নির্ধারনের বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করেন। জনাব মোঃ নূরুদ্দিন সরকার, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) সেবাগ্রহীতার নোটিফিকেশন প্রাপ্তির বিষয়ে আলোকপাত করেন। জনাব আবদুল বাকী খান মজলিশ, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) সেবাগ্রহীতা তাঁর আবেদন ট্র্যাক করতে পারবেন কিনা এবং কতদিনের মধ্যে ফিডব্যাক পাবেন সে বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি আরও জানান যে, জিএসবি'র অভ্যন্তরীণ চাহিদাপত্র প্রদানের বিষয়ে প্রস্তাবিত ফরমটির মত অপশন তৈরী করা যেতে পারে। জনাব মোঃ আলী আকবর, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) জানান যে, ই-নথি সিস্টেমে নাগরিক ডাক অপশন প্রস্তাবিত ফরমটির তুলনায় অধিক সেবা গ্রহীতা বান্ধব। তিনি বাস্তবায়নাধীন সেবাটি কার্যকরভাবে চালু করার বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি প্রকাশনা ও প্রশিক্ষণ শাখায় শাখা প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালনকালীন সেবাটি কি ভাবে দেয়া হতো এবং বিজি প্রেস কর্তৃক প্রকাশিত জিএসবি'র প্রতিবেদনসমূহের মূল্য বিষয়ে সভা'কে অবহিত করেন। জনাব মোহাম্মদ আশরাফুল কামাল, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) জিআরএস সেবাটির মত নোটিফিকেশন চালু এবং সেবাগ্রহীতার সাবমিটকৃত তথ্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে পিডিএফ ডকুমেন্ট হিসেবে প্রাপ্তির বিষয়ে মতামত প্রদান করেন। তিনি আরও প্রস্তাব করেন যে, বর্তমানে প্রকাশিত প্রতিবেদনের হার্ডকপি সেবাগ্রহীতাকে প্রদানের জন্য মহাপরিচালক অনুমোদনের প্রয়োজন হয় না, যেহেতু সফট কপি সংশ্লিষ্ট প্রকাশিত প্রতিবেদনেরই সেহেতু সফটকপি সেবাগ্রহীতাকে প্রদানের জন্য মহাপরিচালক হতে বারংবার অনুমোদন প্রার্থনা না করে একবারে যৌক্তিকতাসহ অনুমোদন করানো যেতে পারে। জনাব আরিফ মাহমুদ, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) প্রকাশিত প্রতিবেদনের সফটকপি প্রস্তুতের সময় জিএসবি'র মনোগ্রামের জলছাপ বা অন্য কোন যৌক্তিক মাধ্যম ব্যবহার করার বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন; যাতে ভবিষ্যতে কেউ প্রতিবেদনের অংশবিশেষ ফটোকপি বা অন্য কোন ইলেকট্রনিক মাধ্যমের সাহায্যে পুনরুৎপাদন করতে সক্ষম না হয়। জনাব সৈয়দ নজরুল ইসলাম, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) সেবাগ্রহীতার সাবমিটকৃত তথ্যের পিডিএফ কপি আকারে নোটিফিকেশনের বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করেন। জনাব নাসিমা বেগম, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) সভায়

জানান যে, অনলাইন ফরমটি অধিদপ্তরের লাইব্রেরিয়ান (চলতি দায়িত্ব) জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান তৈরী করেছেন এবং এ জন্য কোন তৃতীয় পক্ষের সহায়তা নেয়া হয়নি এবং কোন অর্থ ব্যয় হয়নি। অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে ফরমটি প্রস্তুত করলে চাহিত সকল সুবিধা সংযোজন করা সম্ভব ছিল। জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান জানান যে, সভায় আলোচিত এবং প্রাপ্ত নির্দেশনা অনুযায়ী সবগুলো মতামত সন্নিবেশ করা হয়ত সম্ভব হবে না; যেহেতু ফরমটি জাতীয় তথ্য বাতায়নের স্ট্রাকচার অনুযায়ী প্রস্তুত করা হয়েছে। তবে, তিনি অনলাইন ফরমটির মানোন্নয়নে সচেষ্ট থাকবেন।

২। এর পর, সৈয়দা জেসমিন হক, উপ-পরিচালক (ভূতত্ত্ব) 'সমন্বিত প্যালিনোলজি ও প্যালিওন্টোলজিক্যাল ডাটাবেজ অ্যাপ আকারে প্রস্তুত করে তথ্য প্রদান সহজিকরণ' শীর্ষক উদ্ভাবনী উদ্যোগটির বাস্তবায়ন অগ্রগতি উপস্থাপন করেন। তিনি সভায় জানান যে, অ্যাপের কনটেন্ট প্রস্তুত করা হয়েছে এবং ভেন্ডর প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় অ্যাপটি বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ভেন্ডর প্রতিষ্ঠান অ্যাপটির গ্রাফিক্যাল বিষয়ে মতামতের জন্য জিএসবিতে উপস্থাপন করবে। জনাব আবদুল বাকী খান মজলিশ, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) জানতে চান যে, অ্যাপটি উদ্বোধনের জন্য এ পর্যন্ত কি কাজ করা হয়েছে, অ্যাপটি প্রস্তুতকালে ভুল-ত্রুটি হলে তার দায়িত্ব নেয়ার বিষয়ে আলোকপাত করেন এবং তিনি প্রস্তাবিত পোলেনের ছবি পরিবর্তনের বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করেন। জনাব মোঃ আলী আকবর, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) অ্যাপটির মাধ্যমে সেবাগ্রহীতাকে যথাযথ সেবা প্রদান বিষয়ে বাস্তবায়নকারী টিমের স্বীয় আস্থার বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করেন। জনাব মোহাম্মদ আশরাফুল কামাল, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) জানান যে, প্রস্তাবিত অ্যাপটি ডাইনামিক হবে বিধায় তথ্যের ত্রুটি-বিচ্যুতি হালনাগাদ করার সুযোগ থাকবে। তিনি অ্যাপটি গুগল প্লে স্টোরে আপলোড করার বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করেন। তিনি সংশ্লিষ্ট অ্যাপ প্রস্তুতকারী টিমের যথাযথ বৈজ্ঞানিক স্বীকৃতির জন্য প্রকাশনার বিষয়ে গুরুত্ব প্রদান করেন। তিনি প্রস্তাবিত অ্যাপের অর্থবহ নামকরণের বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। জনাব নিজাম উদ্দিন আহমেদ, পরিচালক (ভূ-পদার্থ) ভেন্ডর প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট কাজে পারদর্শিতা নিশ্চিতকরণের জন্য সংগ্রহণ প্রক্রিয়ায় উপস্থাপনার বিষয়ে আলোকপাত করেন। জনাব সৈয়দ নজরুল ইসলাম, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) অ্যাপের কনটেন্টে ভূতাত্ত্বিক কাল নির্ধারক বিষয়াদি থাকার সম্ভাবনা উল্লেখ করে যথাযথ স্ক্রীনিং এবং সম্পাদনার বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করেন। জনাব সৈয়দা জেসমিন হক, উপ-পরিচালক (ভূতত্ত্ব) জানান যে, বাস্তবায়িতব্য অ্যাপটিতে কোন স্পর্শকাতর তথ্য যাবেনা। কেবল নিজস্ব গবেষণালব্ধ তথ্য যেমন: পোলেনের মরফোলজিক্যাল তথ্য, ছবি, নমুনা প্রস্তুতকরণ প্রভৃতি সন্নিবেশিত হবে এবং তথ্যসমূহ ইতঃমধ্যে বিভিন্ন দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক মান সম্পন্ন ভূবৈজ্ঞানিক গবেবষণাপত্রে প্রকাশিত।

৩। পরিশেষে জনাব এ. জেড.এম সালেহ আহমেদ, ফটোল্যাব সুপারিনটেনডেন্ট 'জিএসবি ব্লাড ক্লাব' শীর্ষক উদ্ভাবনী উদ্যোগের অগ্রগতি উপস্থাপন করেন। তিনি জানান যে, ব্লাড ক্লাবের তথ্য সংগ্রহের জন্য ইতোমধ্যে সার্কুলার জারী হয়েছে এবং অনলাইনেও তথ্য সাবমিট করা যাবে। মহাপরিচালক জাতীয় দিবসে ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প আয়োজনের বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করেন এবং প্রাপ্ত রক্ত কোন ব্লাড ব্যাংকে জমা দিলে হয়ত ভবিষ্যতে প্রয়োজনের সময় রক্তদাতা রক্ত প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্লাড ব্যাংকে প্রাধান্যতা পেতে পারেন। জনাব আবদুল বাকী খান মজলিশ, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) 'জিএসবি বাল্ড ক্লাব' এর পরিবর্তে 'জিএসবি ব্লাড ডোনেশন ক্লাব' প্রস্তাব করেন এবং অনলাইন ফরমে 'আমি স্বেচ্ছায় রক্ত দান করছি' এরুপ কমেন্ট যুক্ত করার পরামর্শ প্রদান করেন। জনাব মোহাম্মদ আশরাফুল কামাল, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) অনলাইন ফরমটি ব্যক্তিগত ডাটাবেজ থেকে জিএসবি'র ওয়েবসাইটে স্থানান্তর করে পুনরায় সার্কুলার করার বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করেন। প্রাপ্ত তথ্য এক্সেল ফরমেটে প্রস্তুত করে জিএসবি ওয়েবসাইটে সংযোজনের বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করেন।

৪। বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

১. প্রাপ্ত মতামত অনুসারে উদ্ভাবনী উদ্যোগসমূহ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিস্ট বাস্তবায়নকারী টিম ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

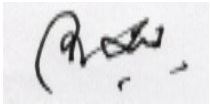

ড. মহঃ শের আলী
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)

স্মারক নম্বর: ২৮.০৫.০০০০.৩০০.৫০.০৬২.১৯.১

তারিখ: ২৪ পৌষ ১৪২৭
০৮ জানুয়ারি ২০২১

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১) জিএসবি'র শাখা প্রধানগণ
২) উপ-পরিচালক (ভূতত্ত্ব)-১ , প্রকৌশল ও নগর ভূতত্ত্ব শাখা, বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর
৩) উপ-পরিচালক (ভূতত্ত্ব)-২ , স্তরতত্ত্ব ও জীব স্তরতত্ত্ব শাখা, বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর
৪) উপ-পরিচালক (ভূতত্ত্ব)-২, শিলাবিদ্যা ও মনিকবিদ্যা শাখা, বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর
৫) সহকারী পরিচালক (ভূতত্ত্ব)-৪ , শিলাবিদ্যা ও মনিকবিদ্যা শাখা, বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর
৬) জনাব এ. জেড.এম. সালেহ আহমেদ, ফটোল্যাব সুপারিনটেনডেন্ট, বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর
৭) উচ্চমান সহকারী, মহাপরিচালকের দপ্তর , বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর

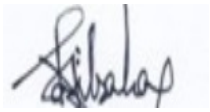

রাজিব কুমার সাহা
সহকারী পরিচালক (ভূতত্ত্ব), সদস্য সচিব,
ইনোভেশন টিম